62

দৈনিক জনকণ্ঠ

তারিখ ... 7 NOV 1998 ...
পৃষ্ঠা ৬ ... কলাম ... ১ ......

সম্পাদক সমীপে

মতামতের জন্য সম্পাদক দায়ী নন

প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের কাছে আবেদন

আমরা বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের তড়িৎ কৌশল বিভাগের Level-2 Term-1-এর অনাবাসিক ছাত্র। আমরা গত ১৭-৯-৯৮ তারিখে নোটিস্ বোর্ডে প্রকাশিত রুটিন (পরবর্তীতে জেনেছিলাম Proposed Routine) অনুযায়ী জানতে পেরেছিলাম যে, আমাদের Math-259(N) পরীক্ষাটি ১৯.১০.৯৮ বিকাল ২.০০-৫.০০টায় অনুষ্ঠিত হবে এবং সেই অনুযায়ী বাসা থেকে পরীক্ষা দিতে আসি, কিন্তু এসে জানতে পারি পরীক্ষাটি পরিবর্তিত রুটিন অনুযায়ী ঐদিন সকাল ৯.০০-১২.০০টায় অনুষ্ঠিত হয়েছে। তাৎক্ষণাৎ আমরা পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক স্যার ও ডীন (তড়িৎ কৌশল) স্যারের সাথে যোগাযোগ করি। ওনাদের পরামর্শ ছিল "একাডেমিক কাউন্সিল যে সিদ্ধান্ত দিবে সে অনুযায়ী বিশ্ববিদ্যালয় ব্যবস্থা নেবে"। সে কারণে ভিসি ও একাডেমিক কাউন্সিলের চেয়ারম্যানের কাছে ২০.১০.৯৮ তারিখে তড়িৎ কৌশল বিভাগের প্রধানের FORWARD নিয়ে, যথাশীঘ্র সম্ভব Math-259(N)-এর ওপর আমাদের স্বাভাবিক পরীক্ষা নেয়ার আবেদন জানাই। কিন্তু পরবর্তীতে জানতে পারি, ভিসি অফিস থেকে নাকি বলা হয়েছে, এসব ব্যাপার CONSIDER বিবেচনা করা হয় না।

এখন আমার প্রশ্ন হলো এই যে, আমরা পাঁচ পাঁচজন নিয়মিত বুয়েট ছাত্র পরীক্ষা দিতে পারলাম না তার কারণ কি—

(১) PROPOSED রুটিন ছাত্রদের আবেদনের প্রেক্ষিতে অথবা বিশেষ কারণে কর্তৃপক্ষ পরিবর্তন করে। যদি ছাত্ররা আবেদন করে (সাধারণত বাড়ানোর জন্যই করে) তবে তাদের উচিত অন্যদের জানানো। যদি কর্তৃপক্ষ করে তবে তাদের উচিত সবাইকে পত্রিকার মাধ্যমে বা অন্যভাবে জানানো। কিন্তু এক্ষেত্রে কিছুই করা হয়নি।

(২) পরিবর্তিত ROUTINE-এ লে-২, টা-১, ইইই-এর কোন পরীক্ষারই তারিখ বা সময় পরিবর্তন করা হয়নি, শুধুমাত্র Math-259(N)-এর সময় ২.০০- ৫.০০ থেকে ৯.০০-১২.০০ ছাড়া। যদি সময় পরের দিন ৯.০০-১২.০০টা হতো তাহলে কোন সমস্যা হতো না। রুটিন পিছানোতেই যত সমস্যা।

(৩) Math-259(N) কোর্সটা অপেক্ষাকৃত সহজ কোর্স (CE-221(N)-এর মতো নয়) । তাই এখানে প্রতারণা করার কোন কারণ নেই।

(৪) পরীক্ষা না দিতে পারার ব্যাপারটা শুধুমাত্র অনাবাসিক ছাত্রদের বেলায় হয়েছে। আবাসিক ছাত্ররা একজন জানলেও সবাই জেনে যায়। আমার জানা মতে অনেক আবাসিক, অনাবাসিক ছাত্র ঐদিন বা তার আগের দিন জেনেছিল।

(৫) PROPOSED ROUTIN বিভাগীয় নোটিস বোর্ডে না দিয়ে একবার REvISED রুটিন দিলেও এই সমস্যা হয়ত হতো না।

আমাদের এই ক্ষতির দায়-দায়িত্ব কি কেউ নেবেন? রুটিন বিড়ম্বনার কারণে সম্পূর্ণ সুস্থ ও পূর্ণ প্রস্তুতি থাকা সত্ত্বেও আমরা পরীক্ষা দিতে পারিনি। এর বিরূপ প্রভাব, শিক্ষাজীবনের ওপর ও কর্মজীবনের ওপর হয়ত পড়বে। বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্রদের জন্য, জাতির জন্য এবং একাডেমিক কাউন্সিল তথা কর্তৃপক্ষ ছাত্রদের কল্যাণ তথা জাতির কল্যাণের জন্য।

ছাত্র তথা জাতির কল্যাণের কথা বিবেচনা করেই আমাদের স্বাভাবিক পরীক্ষা নিয়ে (Normal grading) স্বাভাবিক জীবনপথে চলার এবং ভবিষ্যতে যাতে এ ধরনের রুটিন বিড়ম্বনার শিকার কেউ না হয় তার ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য একাডেমিক কাউন্সিলের কাছে বিনীত আবেদন জানাচ্ছি।

মোহাম্মদ মহিউদ্দিন উজ্জ্বল

১৪১, মধ্যবাসাবো, ঢাকা-১২১৪।